দৈনিক সংবাদ

126

তারিখ 2 1 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

পরীক্ষার ফি আদায়ের নামে

প্রতি বছরের মত এবারেও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফরম পূরণের ফিসের নামে নানা ধরনের ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি বছরই নামধাম উল্লেখ করে নিয়মবহির্ভূত ফি আদায় সম্পর্কে অভিযোগ-অনুযোগ করা হয়। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা নানাভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন; কিন্তু নিয়মবহির্ভূত ফি আদায় প্রথা বহাল তবিয়তে আছে বলেই মনে হচ্ছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফি'র সঙ্গে শুধুমাত্র টিউশন ফি ও সেসন্ চার্জ আদায়ের ক্ষমতা স্কুলগুলোকে দেয়া হয়েছে। এসব নির্দেশ উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন খাতে নামে টাকা আদায় করছেন। কোন কোন স্কুলে এমন হারে আদায় করা হচ্ছে যে, অপারগ অভিভাবকরা ফি কমানোর জন্য স্কুলে স্কুলে ধর্না দিতে শুরু করেছে। নিয়মবহির্ভূত ফি আদায় এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে, পত্রান্তরে এ গুলোকে 'অভিনব ব্যবসা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, সরকারী বিদ্যালয়গুলোও এসব অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়।

যশোর বোর্ডের নির্ধারিত ফি হচ্ছে, কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে যথাক্রমে ৩৭০ ও ৪৩০ টাকা। পত্রান্তরে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, একটি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে এসব ফি ১১৭০ ও ১২৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্য একটি খবরে জানা গেল যে, রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষার ফিস ৩৯০ থেকে ৫৪০ টাকা; কিন্তু চাপাইনবাবগঞ্জ এলাকার গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ৯০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত ফিস আদায় করা হচ্ছে। ঢাকাতেও বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলে ফি ২০০০ থেকে ২৪০০ পর্যন্ত করা হয়। এরমধ্যে বাধ্যতামূলক কোচিং ফি অন্তর্ভুক্ত।

প্রায় প্রতি স্কুল থেকেই 'কোচিং ফি' আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। অথচ এই ফি আদায় সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত। ফরম পূরণের সময় বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে সব নামে ফিস আদায় করা হয় তাদের মধ্যে আছে, কমনরুম, লাইব্রেরী, খেলাধুলা, মিলাদ, কম্যুনিকেশন ও বিদ্যালয় মেরামতের জন্য ফি। সবাই বলে থাকেন ফরম পূরণ উপলক্ষ্যে এসব ফি আদায় অবৈধ; কিন্তু কার্যাকালে এই অবৈধ কাজগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয় না। অথবা নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে কোন ফল পাচ্ছেন না। অবাধে এই 'অভিনব ব্যবসা' আর কতদিন চলবে?

আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। বোর্ডের নির্ধারিত ফি যোগাড় করাই তাদের জন্য প্রাণান্তকর ব্যাপার। তার ওপর আমাদের অবিবেচক স্কুল কর্তৃপক্ষগুলো শ' শ' টাকা বাড়তি ফি যোগ করে দিচ্ছেন। গ্রামের অভাবী অভিভাবকরা এসব বিধিবহির্ভূত ফিসের টাকা যোগাড় করতে যেয়ে গরু, মহিষ, ধানসহ নানা ধরনের নিদেনকালের সম্বল পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছেন।

স্কুলগুলোর বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য প্রতি বছরের মত এবারও আমরা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যারাই খবরদারি করেন তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সন্তানসন্ততিদের শিক্ষার আলো দেখাতে যেয়ে দরিদ্র অভিভাবকদের যেন অযথা অর্থদন্ডের শিকার হতে না হয়। সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখা দরকার। আপাতদৃষ্টিতে কর্তৃপক্ষ তাদের এই দায়িত্ব অবহেলা করে আসছেন। নিয়মবহির্ভূত ফিস্ আদায় যে এক ধরনের দুর্নীতি তা রোধ হয় কেউই মানতে চাইছেন না।